

facebook/@maktabatuttalamij

সন্দ্বীপের স্বাধীন রাজা

দিলওয়ার খাঁ

মহসিন হোসাইন

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

facebook/@maktabatuttalamij

সন্দ্বীপের স্বাধীন রাজা দিলওয়ার খাঁ
মহসিন হোসাইন

ইফাবা প্রকাশনা ঃ ১৬৯৮
ইফাবা গ্রন্থাগার ঃ ৯৫৪.৯২
ISBN : 984-06-0040-x

প্রকাশকাল ঃ
ডিসেম্বর ১৯৯১
পৌষ ১৩৯৮
জমাদিউস সানী ১৪১২

প্রকাশনায় ঃ
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-১০০০

প্রচ্ছদ ও অলংকরণে ঃ
রফিকুল ইসলাম

মুদ্রণেঃ
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন প্রেস
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-১০০০

মূল্য ঃ ১০.০০

SWANDIPER SWADHIN RAZA DILWAR KHAN (Dilwar Khan, the Independent King of Swandip) : written by Mohsin Hussain in Bengali and published by the Islamic Foundation Bangladesh, Baitul Mukarram, Dhaka 1000. December 1991

Price : Tk. 10.00 ; US $ 1.00

ইফাবা—৯১-৯২—প্র/৫৬১৩ (উ)—৩২৫০

facebook/@maktabatuttalamij

উৎসর্গ

স্নেহের লিটু মুহাম্মদকে

facebook/@maktabatuttalamij

প্রকাশকের কথা

'স্বর্ণদ্বীপ'। এ সুন্দর নামে এক সময় পরিচিত ছিল দ্বীপটি। বর্তমান নাম সন্দ্বীপ। সুনীল সাগরের কোলে চোখ জুড়ানো এক মুঠো সবুজের মায়া। বাংলাদেশের নোয়াখালী জেলার সন্দ্বীপের শেষ স্বাধীন রাজা দিলওয়ার খাঁর জীবন কথা শিশু-কিশোরদের উপযোগী করে সহজবোধ্য ভাষায় বইটিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। সংগ্রামী এ বীর যোদ্ধার বীরত্বগাঁথা ও দেশপ্রেমের দৃষ্টান্ত শিশু-কিশোরদের সাহসীও দেশপ্রেমী হবার প্রেরণা যোগাবে। তারা জানবে বিচক্ষণ এক শাসনকর্তার পঞ্চাশ বছর ধরে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে রাজ্য পরিচালনার ইতিহাস। সপ্তদশ শতকে সন্দ্বীপের মুসলমান শাসক দিলওয়ার খাঁ অসীম সাহসিকতা, ধৈর্য ও বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয়ে দুর্ধর্ষ মগ, পর্তুগীজ ও মুঘলদের সাথে যুদ্ধ করেন। পঞ্চাশ বছর ধরে সন্দ্বীপের স্বাধীনতা রক্ষা করে ইতিহাসে তিনি এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় সৃষ্টি করেন। তাঁর শাসনামল ছিল শান্তির কাল।

ছেলেবেলা থেকেই দিলওয়ার খাঁ স্বভাবে সমবয়সী অন্যদের তুলনায় ছিলেন ভিন্ন ধরনের। শৈশবকালেই ন্যায় বিচারক হিসাবে তিনি দ্বীপবাসীদের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছিলেন। ভবিষ্যতে তিনি যে একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক হবেন তার প্রকাশ পেয়েছিল কিশোর বয়সেই। স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে যৌবনে দিলওয়ার খাঁ সক্রিয়ভাবে দেশের জন্য কাজ করে গেছেন। দেশের মংগলের জন্য অন্য তরুণদেরও আহ্বান জানিয়েছেন—সংগঠিত করেছেন। বৃদ্ধ বয়সে তিনি মুঘল বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে যে রণকৌশল দেখিয়েছেন, তা বিস্ময়কর। জন্মভূমির স্বাধীনতা রক্ষায় রাজা দিলওয়ার খাঁ যে অবদান রেখেছেন এবং সুদীর্ঘকাল দক্ষতার সাথে রাজ্য পরিচালনা করে সন্দ্বীপবাসীকে উপহার দিয়েছেন যে স্বর্ণযুগ, তা চিরকাল স্মরণযোগ্য। রাজা দিলওয়ার খাঁর জীবনের ঘটনাবলী শিশু-কিশোর পাঠকদের অভিভূত করবে, দেশপ্রেমে উজ্জীবিত হবে নতুন প্রজন্ম—এ বিশ্বাস রাখছি।

facebook/@maktabatuttalamij

সুচিপত্র

পরিচিতি/১
ভবিষ্যত রাজত্ব লাভের পূর্বাভাষ/৬
সন্দ্বীপের ভৌগোলিক ঐতিহাসিকতা/৯
সংসার জীবনযাত্রা/১৩
মগ ও পর্তুগীজ জলদস্যুদের অত্যাচার/১৭
দিলওয়ার খাঁর সন্দ্বীপ দখল/২০
মোঘলদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন/২৪
মোঘলদের সঙ্গে বিরোধ/২৬
রাজা দিলওয়ার খাঁর চরিত্র ও কৃতিত্ব/৩১

facebook/@maktabatuttalamij

পরিচিতি

মানুষের মঙ্গলের জন্য, মানুষকে ভালোবেসে যাঁরা নিজেদের প্রাণ পর্যন্ত দিতে পেরেছেন, তাঁরাই পৃথিবীতে অমর, তাঁদের ক্ষয় নেই, তাঁদের মৃত্যু নেই। জ্ঞানী আর ত্যাগীজন মরলেও ইতিহাসে তাঁরা বেঁচে থাকেন। আমরা তাঁদের জীবন কাহিনী পাঠ করে শিক্ষা নেই। বড়ো হওয়ার প্রেরণা লাভ করি। তাই ইতিহাস আমাদের জানতে হয়। বড়ো হতে গেলে খ্যাতনামা মনীষী, শাসক, শিল্পী, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিকের জীবন ও সংগ্রামী ভূমিকা আমাদের জানতে এবং অনুসরণ করতে হবে।

প্রায় তিনশ বছর আগের কথা। আমাদের বাংলাদেশের নোয়াখালী জেলার সন্দ্বীপ নামে যে দ্বীপটি রয়েছে এক সময় ওর নাম ছিলো 'স্বর্ণদ্বীপ'। 'স্বর্ণদ্বীপ' বা সন্দ্বীপ—যেটাই বলি না কেন—মেঘনা নদী যেখানে সাগরের সাথে মিশেছে দ্বীপটি সেখানেই অবস্থিত। অনেক কাল আগে ঐ দ্বীপের লোকেরা নাকি স্বর্ণ কুড়িয়ে পেতো। স্বর্ণ পাওয়ার আশায় ওখানে লোকেরা জনবসতি গড়ে তোলে। 'স্বর্ণদ্বীপের' আয়তন ছিলো তখন অনেক বড়ো। বর্তমান আয়তনের প্রায় তিন গুণ। মেঘনা নদী আর সাগরের ভাঙ্গনে 'স্বর্ণদ্বীপ' অনেক ছোট হয়ে গিয়েছে আজ।

'স্বর্ণদ্বীপ' বা সন্দ্বীপের শেষ স্বাধীন রাজার নাম দিলওয়ার খাঁ। কেউ কেউ বলেন দিলাল খাঁ। দিলওয়ার খাঁ সে যুগের মোঘল সম্রাট, আরাকান রাজা, পর্তুগীজ শাসক সকলের কাছে সুপরিচিত ছিলেন। পরিচিত ছিলেন বীর যোদ্ধা হিসেবে, বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ হিসেবে, ন্যায়বান শাসক হিসেবে, আর গরীব জনসাধারণের বন্ধু হিসেবে। আরাকানের মগদস্যু, পর্তুগীজ জলদস্যু এমনকি মোঘল বাদশাহদেরও তিনি কখনো কৌশলে, কখনো সম্মুখ যুদ্ধে পরাজিত করে স্বাধীন সন্দ্বীপ রাজ্য গঠন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। দিলওয়ার খাঁ প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে প্রতাপের সাথে সন্দ্বীপের স্বাধীনতা রক্ষা করেছিলেন। আর করেছিলেন এর সুশাসন।

facebook/@maktabatuttalamij

সুবা বাংলার শাসক তখন শায়েস্তা খান। দিলওয়ার খাঁ তাঁর সমসাময়িক। শায়েস্তা খানের আমলে এক টাকায় ৮ মণ চাল পাওয়া যেত ; অল্প টাকায় পাওয়া যেতো একখানা মস্‌লিন কাপড়, যা বিদেশে বিক্রি হতো তখন একশ' টাকায়। দিলওয়ার খাঁর রাজ্যের লোকেরা বোধ হয় স্বল্প মূল্যে নিত্য প্রয়োজনীয় মালামাল কেনা কাটা করতেন। রাজ্যের প্রজা সাধারণ খুবই শান্তিতে ছিলো। আজো ঘরে ঘরে তাঁর নাম কীর্তিত হয়। তাঁর শাসনকালকে বলা যায় 'স্বর্ণদ্বীপের স্বর্ণযুগ'।

জন্ম ও বাল্য জীবন

ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে এক শুভ ক্ষণে সন্দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন দিলওয়ার খাঁ। পিতার নাম বুরহানউদ্দীন খাঁ। মাতার নাম কামিলা বিবি। কারো মতে, বুরহানউদ্দীন ইরাকের লোক। কারো মতে, তিনি ছিলেন ঢাকার বাসিন্দা। তবে তিনি যে প্রতাপশালী মোঘল নৌবাহিনীর একজন অধ্যক্ষ ছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। মোঘলরা চেয়েছিলেন ভারত উপমহাদেশের একচেটিয়া বাদশাহ হতে। সুদূর আফগান থেকে আরাকান সীমান্ত আর ভারত মহাসাগর হতে হিমালয় পর্বতের সর্বত্রই তাঁরা তাঁদের প্রতিপত্তি চেয়েছিলেন। মোঘলেরা যোদ্ধা জাতি। জয়ের নেশায় বিভিন্ন ভূখণ্ড জয় করে কখনো তাঁরা বিজিত অঞ্চল নিজেরাই শাসন করেছেন ; কখনো কখনো দিয়েছেন পরাজিত শাসকের হাতে। দেশ বিজয়ের পরে কিংবা নিজ ইচ্ছায় বিরাট মোঘল বাহিনীর কর্তৃত্বে থেকে কেউ কেউ বিজিত দেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন, বুরহানউদ্দীন খাঁ তাঁদেরই একজন।

বুরহানউদ্দীন খাঁ সন্দ্বীপের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে থাকলেন। বিয়ে করলেন স্থানীয় এক বিধবা পরমাসুন্দরীকে। এই বিধবা নারীর নামই কামিলা বিবি। এঁদেরই সন্তান ছিলেন দিলওয়ার খাঁ।

বুরহানউদ্দীন খাঁ স্ত্রী কামিলাকে নিয়ে বেশ সুখেই ছিলেন। তাঁর ছিল ঐশ্বর্য, ছিলো সম্মান আর সমাজে নেতৃত্ব। কিন্তু এক ভাবে কারো জীবন কাটে না। কামিলা বিবি তখন গর্ভবতী। স্বামী রোগশয্যায় শায়িত। তাঁর বাঁচবার আর কোন আশা নেই। কোথায় গিয়ে এ অবস্থায় কামিলা বিবি দাঁড়াবেন, কে দেবে তাঁকে আশ্রয়! আসন্ন সমস্যার কথা ভেবে ভেবে তিনি দিশেহারা।

কান্নারত স্ত্রীকে বুরহানউদ্দীন সান্ত্বনা দিয়ে বললেন ঃ তোমার গর্ভে এমন

facebook/@maktabatuttalamij

সন্দ্বীপের স্বাধীন রাজা দিলওয়ার খাঁ



facebook/@maktabatuttalamij

সন্দ্বীপের স্বাধীন রাজা দিলওয়ার খাঁ



facebook/@maktabatuttalamij

একটি সন্তান হবে যার যশ-খ্যাতি সুদূর দিল্লী পর্যন্ত পৌঁছবে। এরপর ইন্তিকাল করলেন বুরহানউদ্দীন। আর কয়েক দিন পর জন্মগ্রহণ করলেন দিলওয়ার খাঁ।

দিলওয়ার খাঁর জীবনে যশ-খ্যাতি সম্মান একদিন এসেছিলো। তবে তার জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছিল তাঁকে ত্রিশটি বছর।

বুরহানউদ্দীন খাঁ মর্যাদাসম্পন্ন লোক ছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। তবে মৃত্যুর পূর্বে স্ত্রী ও অনাগত বংশধরের জন্য তিনি তেমন কিছু রেখে যেতে পারেন নি। তাই স্বামীর ইন্তিকালে কামিলা বিবি চারদিকে ঘোর অন্ধকার দেখতে থাকেন। কি করে মানুষ করবেন তাঁর শিশুপুত্র দিলওয়ার খাঁকে। পিতৃকুলে এমন কেউ তাঁর ছিলো না ঐ দুঃসময়ে তাঁকে সাহায্য করে। আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে লাগলেন বিধবা কামিলা বিবি।

অল্প দিনের মধ্যে স্বামীর এক ধনী বন্ধু কামিলা ও তাঁর শিশুপুত্র দিলওয়ারকে তাঁর নিজের বাড়িতে আশ্রয় দেন।

বালক দিলওয়ারের প্রতি তাঁর আশ্রয়দাতা খুবই সদয় ছিলেন। তিনি কখনো তাঁর প্রতি খারাপ ব্যবহার করেন নি। ভদ্র ও বিনয়ের প্রতীক দিলওয়ারও তাঁর আশ্রয়দাতার বিশেষ অনুগত ছিলেন। তিনি সময়ে সময়ে আশ্রয়দাতার বিভিন্ন কাজ কর্মে সাহায্য করতেন। প্রায় দশ বছর বয়সের সময় দিলওয়ার তাঁর গরু-মোষগুলো পালনের কাজে নিযুক্ত হন। এ ভাবে বেড়ে উঠতে লাগলেন সন্দ্বীপের আগামী দিনের মহান বীর দিলওয়ার খাঁ।

প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময় দিলওয়ার তাঁর রাখাল বন্ধুদের সাথে সমুদ্রের তীরে গরু চরাতে যান। নীল সাগরের জলরাশি আছড়ে পড়ে উপকূলে, বাতাসে তা হয় আরো প্রবল। শক্তি আর দাপটের খেলা চলে রাত দিন। কিশোর দিলওয়ারের মনেও জাগে কৌতূহল। সাগরের মতো চঞ্চল হয়ে উঠে তাঁর মন। হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়েন সাগরের ঢেউয়ের বুকে। রাখাল বন্ধুদের নিয়ে দৌড় ঝাঁপ আর সাঁতার দিয়ে কাটে তাঁর দিন। গরু-মোষগুলো মাঠে ছেড়ে দিয়ে পাখী শিকারের জন্য তীর-ধনুক তৈরী করে বন হতে বনে ঘুরে ফেরেন।

বালক দিলওয়ার ছিলেন সুন্দর চেহারার অধিকারী। খেলাধুলা ও সাহসিকতায় তিনি ছিলেন সকলের কাছে মান্য। রাখাল বালকরা দিলওয়ারকে তাদের নেতা হিসেবে মেনে নেয় আর প্রাণভরে ভালোবাসে।

facebook/@maktabatuttalamij

যেমন সম্মান করতো, তেমন করতো ভয়। রাখাল বালকেরা মিলে কেউ কাজী, কেউ অপরাধী, কেউ বিচার প্রার্থী, কেউ সাক্ষী সেজে নকল বিচারের অভিনয় করে আনন্দ লাভ করতো। সবাই মিলে বুদ্ধিমান বালক দিলওয়ারকে কাজীর পদে বসাতো। একটা উঁচু জায়গায় বসতেন দিলওয়ার। সামনে থাকতো আসামী, সাক্ষী, বিচার প্রার্থী। কৃত্রিম গাম্ভীর্য থাকতো কিশোর কাজীর মুখে। কাজী দু'পক্ষের সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ করে মামলার রায় দিতেন। যার প্রতি যে শাস্তির নির্দেশ থাকতো, রায় দেয়ার সাথে সাথে তাকে তাই মেনে নিতে হতো। যদিও এটা ছিলো 'বিচার-বিচার খেলা', তবু কাজীরূপী দিলওয়ার খাঁর ব্যক্তিত্ব, পক্ষপাতশূন্য বিচার ও বুদ্ধিমত্তা সবার প্রশংসা লাভ করতো।

ধীরে ধীরে এ-গাঁ থেকে ও-গাঁয়ে ডাক পড়লো দিলওয়ারের পক্ষপাতশূন্য বিচারের জন্য। এ ভাবে তিনি সত্যিকার বিবদমান সমস্ত বালকের বিবাদ মীমাংসা করে সালিসী দ্বারা শান্তি স্থাপন করতেন। এতে জনসাধারণের মনেও এই ধারণা জন্মে যে, দিলওয়ার খাঁ একজন ন্যায়নিষ্ঠ বিচারক। তাই তারাও কোন নালিশ-সালিসের জন্য দেশের কাজীর কাছে না গিয়ে উপস্থিত হতো দিলওয়ার খাঁর কাছে। দিলওয়ার খাঁ সেই শৈশবেই এমনিভাবে সাধারণ মানুষের বিচারের কাজ সম্পন্ন করে তাদের নেতৃপদে বরিত হয়েছিলেন।

বয়স বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে দিলওয়ার খাঁ ভুলে যেতে থাকেন গল্প-গুজব, আড্ডা আর খেলাধুলার কথা। কিন্তু রাখাল বন্ধুদের তিনি ভুলে যান নি কখনো। বলা যায়, এরই মধ্যে তিনি তাদের আরো কাছে টেনেছেন, তাদের আরো ঘনিষ্ঠ হয়েছেন।

এবার নতুন বুদ্ধি মাথায় এলো দিলওয়ারের। যদি তিনি বিচারক, তাহলেও তাঁর সৈন্য-সামন্ত কোথায়, কোথায় পাইক বরকন্দাজ, কোথায় লোক-লস্কর, হাতি-ঘোড়া। বড়ো চিন্তার কথা। এসব কোথায় পাবেন পিতৃহীন রাখাল বালক। বালক দিলওয়ারের মন তবু হতাশ হয়নি, মুষড়ে পড়েন নি একটি বারের জন্যও। তাই সিদ্ধান্ত নিলেন, তাঁকেও যোগাড় করতে হবে বিচারকের যা যা প্রয়োজন।

facebook/@maktabatuttalamij

ভবিষ্যত রাজত্ব লাভের পূর্বাভাষ

কিশোর দিলওয়ার নিত্য সকালে মাঠের দিকে বের হন। দুপুরে এসে বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া করেন। শোনা যায়, একদিন তাঁর আশ্রয়দাতা কিশোর দিলওয়ারকে দিয়ে একটি জরুরী কাজ করাবেন বলে বাড়িতে অপেক্ষা করতে থাকেন। দুপুর গড়িয়ে গেল। দিলওয়ার বাড়িতে ফিরলেন না। আশ্রয়দাতা চিন্তিত মনে ধীরে ধীরে মাঠের দিকে পা বাড়ালেন। মাঠে গিয়ে দেখতে পান, কিশোর দিলওয়ার একটি গাছের তলায় শুয়ে আছেন। বিরাটকায় একটি সাপ তাঁর মাথার উপর ফণা মেলে আছে। আশ্রয়দাতা ভীত হলেন। ভাবলেন, দিলওয়ারকে আর বাঁচানো সম্ভব হবে না। বিষাক্ত সাপের ছোঁবলে দিলওয়ারের মৃত্যু নিশ্চিত। কিন্তু ঘটলো এক অবাক কাণ্ড। অল্প কাল পরে সাপটি দিলওয়ারকে কোন আঘাত না করে ধীরে ধীরে চলে গেল গভীর বনে। আশ্রয়দাতা এই দৃশ্য দেখে মনে মনে ভাবলেন, এই কিশোরই একদিন এ-দেশের রাজা হবে। তাই তিনি সাপের প্রসংগ চেপে গেলেন আর দিলওয়ারকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করালেন ঃ সে কোনো দিন রাজা হলে আশ্রয়দাতাকে মন্ত্রীত্ব দিতে হবে। দিলওয়ার খাঁও এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছিলেন। অনেক বছর পর দিলওয়ার সন্দ্বীপের রাজা হলে পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আশ্রয়দাতার এক পুত্রকে তিনি একটি উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করেছিলেন।

রাখাল সেনা সংগঠন

আশ্রয়দাতার গরু-মোষ চরান ও তাঁর জমিতে কাজকর্মের অবশেষে দিলওয়ার খেলাধূলা, পশু-পাখি শিকার ও সমবয়সীদের সাথে গল্প করে সময় কাটাতেন। কিন্তু দৈনিক একই কাজে তিনি যেন একঘেঁয়েমী বোধ করেন। কি করে সময় কাটানো যায় এই নিয়ে চিন্তা করতে থাকেন কিশোর দিলওয়ার, যাতে আনন্দ থাকবে প্রচুর। সবাই মিলে খেলতে পারা যায়—এমন একটা কিছু। সেকালে সমাজের বিচারের ভার থাকতো কাজীর উপর। কাজীর পদটি ছিলো বিরাট সম্মানের। সবাই তাঁকে

facebook/@maktabatuttalamij

সন্দ্বীপের ভৌগোলিক ঐতিহাসিকতা

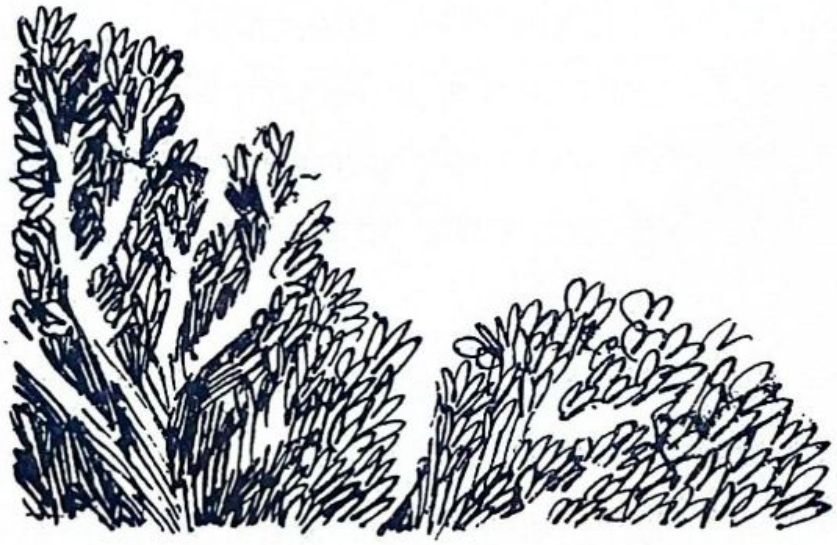
মোঘল শাসন আমলে সন্দ্বীপ ফতেহাবাদ সরকারের অধীন একটি পরগনার মর্যাদা পেয়েছিল। সেকালের পরগনাকে বর্তমান কালের মহকুমা বলা যায়। আগেই বলেছি—বর্তমান সন্দ্বীপের আয়তন অপেক্ষা সে সময়কার সন্দ্বীপের আয়তন ছিলো প্রায় তিনগুণ। সন্দ্বীপের প্রাকৃতিক দৃশ্য বড়োই সুন্দর। আর স্বাস্থ্যকর স্থান তো বটেই। জায়গাটি চট্টগ্রামের ভূ-ভাগ থেকে মাত্র দশ-বারো মাইল পশ্চিমে সাগরের মাঝখানে। যুগ যুগ ধরে অসংখ্য দেশী-বিদেশী পর্যটকের দৃষ্টি পড়েছে এ-দ্বীপটিতে। কখনো আরাকান রাজদরবার, কখনো ইউরোপের পর্তুগীজ সেনাবাহিনী, কখনো মোঘল শাসিত বাংলার সুবাদার সন্দ্বীপের প্রতি লোভাতুর দৃষ্টি রেখেছেন। তাই সন্দ্বীপবাসীর ভয়ের আর আতংকের সীমা ছিলো না।

ষোল শো ঈসায়ী সালের প্রথম ভাগে সাগরপারের পর্তুগীজ জাতি ব্যবসায় করার নাম করে বড়ো বড়ো সমুদ্রগামী জাহাজ নিয়ে ভারতীয় উপকূলে আগমন করে। প্রথম দিকে তাদের গোপন-কুটিল ইচ্ছার কথা বোঝা যায়নি। পর্তুগীজ ব্যবসায়ী দল ভারতের গোয়া, দমন, দিউ প্রভৃতি স্থানে প্রথমে কুঠি স্থাপন করে। এদেরই পথ ধরে আসে ইংরেজ, ফরাসী এবং ওলন্দাজরা এবং ব্যবসার নামে এ-দেশকে করে করায়ত্ত। ১৫৩৫ ঈসাই সালে গৌড়ের সুলতান মুহাম্মদ শাহের আমলে ডি-মাল্লা নামক একজন সাহসী পর্তুগীজ নৌ-সেনাপতি চট্টগ্রামে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করেন। ডি-মাল্লা গৌড় সুলতানের নিকট অনেক অনেক উপঢৌকন পাঠিয়ে ভালো মানুষটি সেজে বিনয়ের সঙ্গে সুলতান মুহাম্মদ শাহের নিকট চট্টগ্রামের বাণিজ্য কুঠিতে কিছু সৈন্য রাখার অনুমতি প্রার্থনা করেন। কারণ ছিল মগদস্যুদের আক্রমণ থেকে চট্টগ্রামকে রক্ষা করা। ছলচাতুরিতে পর্তুগীজরা ছিলো নেকড়ের মত ধূর্ত। এই পর্তুগীজরা অল্প সময়ের মধ্যে আরব সাগর হতে বঙ্গোপসাগরের উত্তর-পূর্ব উপকূল পর্যন্ত তাদের আধিপত্য বিস্তার করতে সমর্থ হয়। এই ভাবে সন্দ্বীপ ও তার অধিবাসীদের উপর পর্তুগীজ জলদস্যুদের অশুভ প্রভাব পড়েছিলো।

facebook/@maktabatuttalamij

সকল রাখাল বালককে ডেকে দিলওয়ার পরামর্শ করতে বসে গেলেন। ঘন্টার পর ঘন্টা তাঁদের কেটে গেল সাগর তীরে ; কেউ জানতে পারে নি দেশপ্রেমিক তরুণ যোদ্ধাদের গোপন যুক্তি আর পরামর্শের বিষয়।

দিনে দিনে দিলওয়ার খাঁ ও তাঁর সঙ্গীদের চেষ্টায় সমুদ্র তীরের বালিয়াড়ির পেছনে গড়ে উঠলো একটি রাখাল সেনাবাহিনী। সে যুগের প্রচলিত সকল প্রকার অস্ত্রশস্ত্রের প্রশিক্ষণ দেয়া হতে লাগলো গোপনে। সন্দ্বীপের দূর গ্রামের অনেক তরুণ এসে যোগ দিলো দিলওয়ারের সেনাবাহিনীতে। ধীরে ধীরে সংবাদটি প্রচারিত হয়ে গেলো সাধারণের মধ্যে। সে যুগে ইচ্ছা করলে যে কেউ অস্ত্রশস্ত্র রাখতে পারতো। আর সন্দ্বীপের শাসনকর্তা ভেবেছিলেন ঃ বাইরের শত্রু দ্বারা দ্বীপ আক্রান্ত হলে দিলওয়ার তখন তাঁকে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করবেন ; তাই সেনাবাহিনী সংগঠনে কারো কাছ থেকে কোন প্রকার বাধা আসেনি।



facebook/@maktabatuttalamij



facebook/@maktabatuttalamij

ঠিক ঐ সময় আর একটি দস্যু জাতির আবির্ভাব লক্ষ্য করা যায়। তারা লুণ্ঠনকারী মগদস্যু নামে পরিচিত। এই মগদস্যুদের অবস্থান ছিলো আরাকানের মগে জেলায়। পরবর্তীকালে মগদের হত্যা, লুটপাট, অত্যাচার এমন বৃদ্ধি পেয়েছিলো যে, নিম্ন বাংলাকে 'মগের মুল্লুক' বলা হতো। 'মগের মুল্লুক' শব্দটি আজো হত্যা, লুটতরাজ প্রভৃতি অর্থে ব্যবহার হয়ে আসছে।

চট্টগ্রাম, নোয়াখালী ও বরিশালের দক্ষিণাংশের দখলদারী নিয়ে আরাকান রাজ্যের সঙ্গে মোঘল বাহিনী প্রায়ই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তো। পরাক্রমশালী মোঘল বাদশাহ্‌র নিকট আরাকান শক্তি কখনো টিকে থাকতে পারেনি। আরাকান বাহিনী সম্মুখ যুদ্ধে বারবার মোঘল বাহিনীর কাছে পরাজিত হয়েছে। তাই আরাকানের নিয়মিত সেনাবাহিনী মোঘল অধিকৃত এলাকায় জঘন্য অত্যাচার করে প্রতিশোধ নিতো। এই অত্যাচার আর লুটপাটের সময়কাল ছিলো প্রায় ১২৫ বছর। লুঠ করা দ্রব্যের অংশ বিশেষ আরাকানের রাজা সৈন্যদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতো। এই লুটতরাজকারীদের সংখ্যা এক সময় এতই বৃদ্ধি পেয়েছিলো যে, তা আরাকানের নিয়মিত সেনা সংখ্যা ছাড়িয়ে যায়। পরবর্তীকালে ঐ মগদস্যুরা আরাকানের রাজাকে পর্যন্ত অগ্রাহ্য করতে থাকে। তারা চাইতো বেপরোয়াভাবে লুটপাটের রাজত্ব।

যুবক দিলওয়ার খাঁর মন দেশপ্রেমে তখন বিভোর। গোপনে গোপনে সজ্জিত হচ্ছে তাঁর দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনী। দিলওয়ার খাঁ যখন যৌবনে পা দিয়েছেন, সন্দ্বীপের শাসনকর্তা তখন আরাকানে নিয়মিত রাজস্ব দিয়ে আসছেন। রাজস্ব কোন সময় অনিয়মিত আদায় হলেই ছুটে আসে অত্যাচারী আরাকান বাহিনী। তাদের অত্যাচারে দেশ জুড়ে বইতে থাকে আর্তনাদ আর হাহাকার। আরাকান-রাজকে নিয়মিত রাজস্ব দিলেও রেহাই ছিলো না সন্দ্বীপের শাসনকর্তা আর তার অধিবাসীদের। দিল্লী থেকে প্রায়ই ঢাকার সুবাদারের কাছে ফরমান আসতো পর্তুগীজ আর মগ দমনের। খোদ সম্রাটের আদেশ। ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়তেন বাংলার সুবাদার। লোক-লস্কর আর বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে সুবাদার আক্রমণ করতেন সন্দ্বীপ। তাই দেখা যেত, সন্দ্বীপের অধিকার নিয়ে কখনো আরাকানের সঙ্গে মোঘলকে, আবার কখনো পর্তুগীজদের সঙ্গে আরাকানের যুদ্ধ লেগেই থাকতো। মোটকথা, সন্দ্বীপবাসীর দুঃখ-দুর্দশার আর অন্ত ছিলো না।

facebook/@maktabatuttalamij

সংসার জীবন যাত্রা

দিলওয়ার খাঁ ধীরে ধীরে মায়ের মৃত্যুশোক অনেকটা ভুলতে পারলেন। বুকে জ্বলছে তাঁর দেশপ্রেমের আগুন। তিনি হতবল হন নি কোনো বাধা-বিপত্তিতে। বুকে তাঁর অসীম আশা ; তাই সংগ্রহ করতে লাগলেন আরো সৈন্য, যোগাড় করতে লাগলেন আরো দেশপ্রেমিক তাঁর দলে। মায়ের মৃত্যুর পরে বলিষ্ঠদেহী সক্ষম যুবক আশ্রয়দাতাকে ত্যাগ করতে পারতেন অনায়াসেই। কিন্তু দিলওয়ার খাঁ পূর্বের মতোই আশ্রয়দাতার কাজকর্ম দেখে যেতে থাকেন। আশ্রয়দাতা এবার তাঁর এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের এক মেয়ের সাথে দিলওয়ার খাঁর বিয়ে দেন। এরপর আশ্রয়দাতা চাকুরী থেকে তাঁকে মুক্তি দিয়ে স্বাধীনভাবে জীবিকার ব্যবস্থা করে দেন। আত্মপ্রতিষ্ঠায় দিলওয়ার খাঁ কোনো প্রকার অসুবিধার সম্মুখীন না হন, তার প্রতি আশ্রয়দাতা দৃষ্টি রেখে সাহায্য সহযোগিতা করতে থাকেন। চাকুরী থেকে মুক্তিলাভের পর সেনা সংগঠনের মাধ্যমে দিলওয়ার খাঁ প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী হন। তিনি যে-কোনো সময় সন্দ্বীপের শাসনকর্তাকে পরাজিত করে সমগ্র পরগনা অধিকার করে নিতে পারতেন। তবু তিনি আরো শক্তি সঞ্চয়ের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। বিশেষত হঠাৎ করে পরগনা দখল করে মগদের শত্রুতা ডেকে আনতে তিনি চান নি। তিনি রইলেন একটা বড়ো রকমের সুযোগের আশায়, যাতে এক আঘাতেই ধ্বংস করে দেবেন বিদেশী উপনিবেশকে। অধীনতার বন্ধন করবেন ছিন্ন। দিলওয়ার খাঁকে অবশ্য এজন্য খুব বেশী দিন আর অপেক্ষা করতে হয়নি।

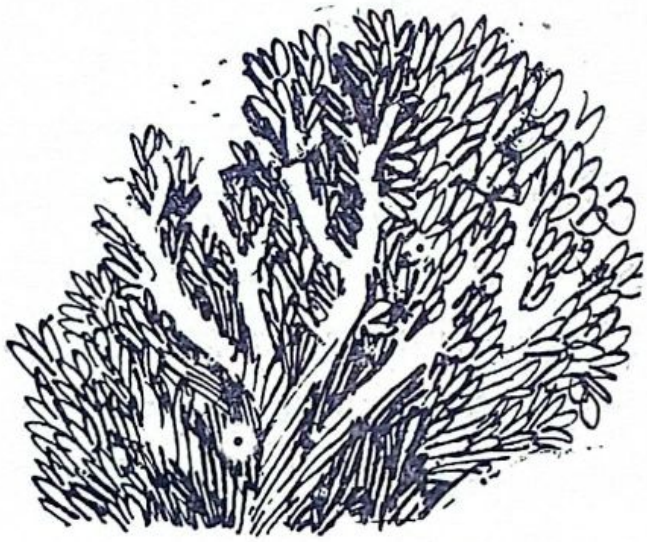
সুযোগের অপেক্ষায়

আরাকানের রাজা সব সময় নিজেকে স্বাধীন ও সর্বেসর্বা মনে করতেন। আর আদায় করতেন রাজস্ব। কিন্তু সন্দ্বীপের জনসাধারণের সুখ-দুঃখের সাথে আরাকানের রাজার সত্যিকারের কোন সম্পর্ক ছিলো না। তবে নিম্ন-বাংলার

facebook/@maktabatuttalamij

আগেই বলেছি দিলওয়ার খাঁকে তাঁর আশ্রয়দাতা তাঁর কোনো কাজেই বাধা দিতেন না। কিশোর দিলওয়ার আর তাঁর মা-ও আশ্রয়দাতাকে খুব শ্রদ্ধা করতেন। যোগ্যতার সাথে সুন্দরভাবে সংসারের কাজকর্ম দেখাশুনা করতেন দিলওয়ার। দুখিনী মা কামিলা বিবি সুখের আশায় একমাত্র পুত্র সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন। সমস্ত সময় তিনি তাঁর স্বামীর ভবিষ্যদ্বাণীর কথা স্মরণ করতেন। কিন্তু স্বামীর এই ভবিষ্যদ্বাণী গোপনে নিজের মনের মধ্যে রেখে দিয়েছিলেন কামিলা বিবি। সব সময়ই লক্ষ্য রাখতেন দিলওয়ারের দিকে। তাঁর সুখ-সুবিধা, দুঃখ, হাসি, কান্না সবই মায়ের জানা ছিলো। দিন শেষে বেশী রাতে দিলওয়ার বাড়িতে ফিরলে মায়ের প্রশ্নের আর অন্ত থাকতো না। মা তাঁর সমস্ত কাজের হিসেব নিতেন।

দিলওয়ার খাঁ যেখানে যান সেখানেই স্বীয় কর্মগুণে প্রশংসিত হন। সবাই তাঁকে ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে। তাঁর সততা মুগ্ধ করে সন্দ্বীপবাসীকে। বিশেষত পক্ষপাতহীন বিচার ক্ষমতা ও একটি সেনাবাহিনীর সংগঠক হিসেবে তিনি ইতোমধ্যে সবারই শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে ওঠেন। কামিলা বিবির সামনে কেউ তাঁর প্রশংসা করলে বিরক্ত হতেন মা। তাঁর বিশ্বাস ছিলো, কেউ যদি তাঁর পুত্রের প্রশংসা করে তবে তার অমঙ্গল হবে। একদিন কামিলা বিবি প্রায় হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন। স্নেহময়ী মায়ের মৃত্যুতে ভেঙ্গে পড়লেন দেলওয়ার খাঁ।



facebook/@maktabatuttalamij

আরাকান রাজার পরিবর্তন হয়েছে এবার, পরিবর্তন হয় নীতিরও। নতুন রাজার নাম হলো মঙরাজগী। অন্য নাম সুলতান সেলিম শাহ্। পররাজ্য গ্রাসের জন্য তিনি দৃষ্টি দিলেন চারদিকে। দৃষ্টি পড়লো এবার নিম্ন বাংলায়। বরিশাল, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, সন্দ্বীপ তার চাই-ই চাই। নিম্ন-বাংলাকে করে রাখবেন তিনি নিজ রাজ্যভুক্ত। সেনা আর অস্ত্রশস্ত্রের যোগাড় চললো, যোগাড় চললো বড়োবড়ো যুদ্ধ জাহাজের। পর্তুগীজদের কাছেও এ সংবাদ গোপন থাকলো না। তারাও সন্দ্বীপের বাণিজ্য কুঠিকে কেন্দ্র করে মগ শক্তিকে প্রতিহত করবার জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকলো। পর্তুগীজদের জন্য সাহায্য এলো তাদের স্থায়ী ঘাঁটি গোয়া, দমন, দিউ থেকে।

হঠাৎ একদিন শোনা গেল সন্দ্বীপের মূল ভূ-খণ্ডের উপর কামানের শব্দ। সাথে সাথে আর্ত মানুষের চিৎকার। যুদ্ধ হলো মগ আর পর্তুগীজ বাহিনীর মধ্যে। কিন্তু পরাজিত হলো আরাকানী-মগ সেনা। এতে আরাকান রাজা সেলিম শাহ্ আরো রেগে গেলেন, সন্দ্বীপ তার চাই-ই। যুদ্ধ হলো আবার। এবারের অভিযানও ব্যর্থ হলো। পরাজিত হয়ে ফিরে যেতে হলো মগদস্যুদের। এইভাবে সমগ্র সন্দ্বীপবাসীর উপর সর্বেসর্বা হয়ে জেঁকে বসলো পর্তুগীজ সেনাপতি কার্ভালো। কার্ভালোর সেনাবাহিনীর কাছে গোটা সন্দ্বীপ অবনত হলো।

সন্দ্বীপের উপর যে দু'বার যুদ্ধ হয়ে গেল, এই সংবাদ চলে গেল দিল্লীতে। দিল্লীর বাদশাহ ঢাকায় সুবাদারের কাছে কড়া আদেশ দিলেন ঃ পর্তুগীজদের হটিয়ে দাও। শাস্তি দাও জলদস্যুদের। অত্যাচার, অবিচার বন্ধ করো।

দিল্লীর ফরমান পেয়ে ঢাকার মোঘল সুবাদার তড়িঘড়ি করে সেনাবাহিনী প্রস্তুত করলেন। সুবাদার ছুটে আসলেন পর্তুগীজ জলদস্যুদের শাস্তি দিতে। সেটা ছিলো ঈসায়ী ১৬০২ সাল। পর্তুগীজ সেনাপতি কার্ভালো চিন্তিত আর বিষণ্ন মনে পরিণতির কথা ভাবতে লাগলেন। মোঘল আক্রমণের কথা জানানো হলো চট্টগ্রামের পর্তুগীজ সেনাপতি মার্টুসের কাছে। আর সাহায্য প্রার্থনা করলেন শ্রীপুরের কেদার রায়ের নিকট। কার্ভালো, মার্টুস আর কেদার রায়ের মিলিত তিন বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে মোঘল সেনাবাহিনী পরাজিত হয়। কারণ ঢাকা থেকে আগত মোঘল বাহিনী নৌ-শক্তিতে দুর্বল ছিলো। আর তার বিরুদ্ধে ছিলো মিলিত তিনটি বাহিনী।

facebook/@maktabatuttalamij

অধিকার নিয়ে আরাকান-রাজ এবং মোঘলদের মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগে থাকতো। পর্তুগীজরা এই সুযোগে নিজেদের শক্তি বৃদ্ধিতে মনোযোগ দেয়। মোঘল ও আরাকান শক্তির দৃষ্টি এড়িয়ে তারা দেশ থেকে আরো অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ এনে জমা করতে থাকে। কেউ তাদের বাধা দেয়নি।

এক সময় পর্তুগীজ বাহিনী মগদের অনুমতি ছাড়াই সমস্ত পরগনাটি দখল করে নেয়। সন্দ্বীপের ধনরত্ন টাকাকড়ি পাচার হয়ে যেতে থাকে সাগরপারে, পর্তুগীজদের দেশে। ধীরে ধীরে প্রকাশ পেতে লাগলো তাদের লুণ্ঠন প্রবৃত্তি, দেশীয় জনসাধারণের উপর নেমে এলো দুর্দশা ও নির্যাতন।



facebook/@maktabatuttalamij

মগ ও পর্তুগীজ জলদস্যুদের অত্যাচার

কিছুসংখ্যক উশৃঙ্খল আরাকান সৈন্য দস্যুবৃত্তিতে অতি জঘন্য প্রকৃতির ছিলো। শেষে তারা রাজা কর্তৃক বিতাড়িত হয়। এদের কথা পূর্বেই বলেছি, সামগ্রিকভাবে এদেরকে 'মগ দস্যু' বলা হয়। পর্তুগীজ বাহিনীর পলাতক সৈন্যরা এদের সাথে মিলিত হয়ে একটি শক্তিশালী লুটতরাজকারী দল গঠন করে। বর্বরতায় ও নিষ্ঠুরতায় ইতিহাসে এরা কুখ্যাত হয়ে আছে। এই দস্যু দল শুধু বাংলার উপকূলেই ডাকাতি করতো না, সারা ভারত উপমহাদেশের সমুদ্র তীরবর্তী এলাকা এদের দ্বারা অত্যাচারিত হতো।

টাকা-কড়ি, সোনা-রূপা লুট করেই এরা ক্ষান্ত হতো না, হিন্দু মুসলমান নারী পুরুষ যাকেই তারা হাতের কাছে পেত তাকেই বন্দী করতো। অমানুষিক অত্যাচারের পর বন্দী নর-নারী অনেকেই মারা যেত। দিনে দু'একখানি খাওয়ার অযোগ্য রুটি বন্দীদের ভাগ্যে মিলতো, কখনো শুধুই সিদ্ধ চাল। এই ভাবে আরাকান উপকূলে পৌঁছার পর বন্দীদের সারি সারি দাঁড় করে দেয়া হতো। তারপর চলতো আবার ভীষণ মারধোর। যারা মার খেয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলতো, তাদেরকে সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করা হতো। আর যারা এই অত্যাচারের পরেও বেঁচে থাকতো তারা সারা জীবনের জন্য দাস হয়ে কাটাতো। আর এই বন্দী হিন্দু-মুসলমানদেরকে দস্যুরা দক্ষিণ ভারতে তাদের বিভিন্ন উপনিবেশে নিয়ে যেত এবং এদেরকে বিক্রয় করা হতো। এই কেনা দাস বা গোলামদের দেয়া হতো মুক্তির লোভ ঃ 'তারা যদি যুদ্ধে বীরত্ব দেখাতে পারে মুক্ত করে দেয়া হবে তাদের।' এই ধরনের মিথ্যা আশ্বাসে বন্দী সৈন্যগণ প্রাণপণে দেশীয় শাসকদের বিরুদ্ধে বিদেশীর হয়ে যুদ্ধ করতো ; কিন্তু মুক্তি তাদের মিলতো না। সারা জীবন তারা গোলামী করেই যেত।

facebook/@maktabatuttalamij

সন্দ্বীপের অভিযানে ঢাকার বাদশাহী বাহিনী ব্যর্থ হলেও কেদার রায়ের ঘটে শোচনীয় পরাজয়। কেদার রায়ের মৃত্যুতে মোঘল বাহিনী পর্তুগীজদের এদেশ থেকে তাড়াতে বদ্ধপরিকর হন। কিন্তু মোঘলদের অভাব ছিলো নৌ-শক্তির, মাঝে মাঝে গোলযোগ বাঁধায় পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে তাঁরা হঠাৎ যুদ্ধ যাত্রা করতে পারেন নি। পর্তুগীজরা মাত্র কিছু দিন পূর্বে আরাকানদের নিযুক্ত সন্দ্বীপের শাসনকর্তা ফতেহ খাঁকে পরাজিত করে। আর পর্তুগীজ শাসক গঞ্জালিশ নৌ-যুদ্ধে পরাস্ত করে প্রায় এক হাজার মুসলমান নর-নারীকে হত্যা করে।

কেদার রায়ের মৃত্যুর পর বিশেষ শক্তি সঞ্চয় করে আরাকান-রাজ সন্দ্বীপের পর্তুগীজ বাহিনীর প্রধান গঞ্জালিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। ঘোরতর নৌযুদ্ধে পর্তুগীজ বোম্বেটে দলের প্রধান গঞ্জালিশ যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন। ঐ যুদ্ধে পর্তুগীজদের প্রধান নৌ সেনাপতিসহ অনেক সেনা হতাহত হয়।

এই যুদ্ধজয়ের ফলে ঈসায়ী ১৬৫০ সালে আরাকান রাজার হাতে সন্দ্বীপ আবার শাসিত হতে থাকে। আরাকান রাজা স্থানীয় একজন মুসলমানকে সন্দ্বীপের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। আর মোঘলদের জোর প্রতিরোধ করতে সমস্ত রণতরী ও সৈন্যবাহিনী স্থলভাগের দিকে সরিয়ে আনেন। এই সময় দিলওয়ার খাঁর সংগঠিত সেনাবাহিনী বেশ শক্তিশালী ছিলো। ইচ্ছা করলে তখনো তিনি আরাকান প্রতিনিধিকে সন্দ্বীপ হতে হটিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু বিচক্ষণ দিলওয়ার খাঁ রইলেন সুযোগের অপেক্ষায়। মনে মনে বলতে লাগলেন ঃ 'হে অত্যাচারিত সন্দ্বীপবাসী, অপেক্ষা কর, ভয় নেই, তোমাদের দুর্দিন কেটে যাবেই।'



facebook/@maktabatuttalamij



একখানা দুইখানা নৌকাতে নয়, প্রতি বছর শীতকালে মগ পর্তুগীজ দস্যুরা শত শত নৌকা নিয়ে বাংলাদেশের নিরীহ মানুষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তো। শীতকালেই এদের অত্যাচার বেশী হতো।

শুধু পর্তুগীজ বোম্বেটেরাই বন্দীদের গোলাম হিসেবে বিক্রি করতো। মগ দস্যুরা এ কাজকে ঘৃণার চোখে দেখতো। গ্রাম লুটতরাজের সময় প্রথমে নিরীহ গ্রামবাসীদের যাকে হাতের নাগালে পেত এরা তাকেই হত্যা করতো। নারী-পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা—কেউ-ই তাদের হাত থেকে রক্ষা পেত না। মোঘল বন্দী বিশেষত মুসলমানদের উপর এদের বিদ্বেষ ছিলো সবচেয়ে বেশী। মোঘল বন্দীদের প্রকাশ্য জায়গায় শূলে বিদ্ধ করে হত্যা করা হতো।

facebook/@maktabatuttalamij

পর্তুগীজদের অত্যাচারের ইতিহাস লোমহর্ষক ও নজিরবিহীন। তারা দীর্ঘদিন ধরে বিদেশে অবস্থান করায় নিজ নিজ ধর্ম, কর্ম, ভদ্রতা ও মানবতা ভুলে পশুতে পরিণত হয়। এই পশু চরিত্রের লোকেরা তাদের জঘন্য অপরাধের জন্য দেশে ফিরে যেতেও সাহসী হতো না। তাই অন্য কোন পথ না পেয়ে এরা সারা বছর সাগর তীরেই কাটিয়ে দিতো। ধরা পড়ার ভয়ে কেউ ভূমিতে গৃহ নির্মাণ করতো না, সাগরের বুকে নৌকাতেই ভেসে বেড়াতো তারা।

পর্তুগীজদের বর্বরতার কারণে এলাকার একান্ত অধঃপতিত পরিবারও এদের সংগে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে ঘৃণা বোধ করতো। আরাকানের দক্ষিণ এলাকায় তাদের একটি বিশাল গির্জা ছিলো, সেখানে পর্তুগীজ দস্যুরা মেয়েদের ধর্মান্তরিত করে বিয়ে করতো। আর কেউ যদি ধর্ম ত্যাগ না করতো তাকে দিতে হতো প্রাণ। বাংলার বুকে এই লুণ্ঠন, হত্যা, নিপীড়ন অত্যাচার চলেছিলো প্রায় ১২৫ বছর।

সম্রাট আওরঙ্গজেবের নিযুক্ত বাংলার সুবাদারগণ শক্ত হাতে পর্তুগীজদের মোকাবেলা করায় এ অত্যাচার কিছুটা কমে যায়। বর্তমান বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলে পৃথিবী বিখ্যাত যে বিশাল সুন্দরবন দেখা যায়, এক সময় ওখানে বিরাট জনবসতি ছিলো। পর্তুগীজ আর মগ দস্যুদের অত্যাচারে ঐ জনপদটি ধ্বংস হয়ে যায়। বনের গভীর অঞ্চলে আজো মানুষের ঘর-বাড়ির চিহ্ন দেখা যায়।



facebook/@maktabatuttalamij

দিলওয়ার খাঁর বয়স তখন ত্রিশ বছর। দৈহিক বলবীর্যে ও বুদ্ধিমত্তায় তিনি অদ্বিতীয়। আছে সুগঠিত সেনাবাহিনী, আছে অস্ত্রশস্ত্র প্রচুর। তিনি ভাবলেন, জন্মভূমি মায়ের মত, সন্দ্বীপ তাঁর জন্মভূমি, সন্দ্বীপের মান-অপমান আপন মায়েরই মান অপমান। সন্দ্বীপের জনসাধারণ তাঁর ভাই, তাঁর বোন, তাঁর আপন জন ; মনে মনে ভাবলেন, তাদের তিনি আসন্ন বিপদ থেকে রক্ষা করবেনই। যে করেই হোক রুখে দাঁড়াবেন শত্রুর বিরুদ্ধে।

স্থির মনে আরো ভাবতে লাগলেন দিলওয়ার খাঁ ঃ সন্দ্বীপ একবার যদি মোঘল সুবাদারের হাতের মুঠায় যায়, কেউ তাকে আর মুক্ত করতে পারবে না।

বীর দিলওয়ার খাঁ আর বেশী ভাবতে পারলেন না। তাঁর শক্তিশালী সেনাবাহিনী নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন সন্দ্বীপের শাসনকর্তার উপর। তারপর শুরু হলো এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম, সেটা ছিলো ঈসায়ী ১৬১৬ সাল।



facebook/@maktabatuttalamij

দিলওয়ার খাঁর সন্দ্বীপ দখল

আরাকান রাজা যদিও সন্দ্বীপ দখল করেন কিন্তু তা নিজের শাসনে রাখতে পারেন নি। রাজা অল্প দিনের মধ্যেই সুবাদারের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। বাংলার সুবাদার ইসলাম খানের সঙ্গে যখন আরাকান রাজার ঘোরতর যুদ্ধ, সেই সুযোগে পর্তুগীজ নৌবাহিনী আরাকান রাজ্যের দক্ষিণ অংশ দখল করে নেয়। ওদিকে পর্তুগীজ ও মগদস্যুদের গোলযোগের সুযোগে বাংলার সুবাদার ইসলাম খাঁ ও পরবর্তীকালে শায়েস্তা খাঁ মগদের চট্টগ্রাম থেকে বিতাড়িত করেন। স্থলপথে মোঘল বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে মগ ও পর্তুগীজ বাহিনী পিছিয়ে থাকতো। তাই চট্টগ্রাম অনায়াসেই মোঘলদের দখলে আসে।

মাত্র দশ বারো মাইল দূরে চট্টগ্রামে যে যুদ্ধ চলছিলো, তাতে আরাকানদের নিযুক্ত সন্দ্বীপের শাসনকর্তারা বিশেষ ভীত হয়ে পড়েন। বিশেষত পর্তুগীজ ডাকাতদের ভয়ে সন্দ্বীপের শাসনকর্তা মোঘল বাহিনীর কাছে গোপনে সাহায্য প্রার্থনা করেন। এমন কি সন্দ্বীপ আক্রমণের জন্যও অনুরোধ জানান। মোঘল বাহিনী ঐ ডাকে সাড়া দেয়নি।

এর অল্প দিন পর যখন চট্টগ্রাম বন্দরে পর পর কয়েকখানি হজ্ব যাত্রীবাহী জাহাজ মগ ও পর্তুগীজদের দ্বারা লুণ্ঠিত হয়, দস্যুদল মুসলমান হজ্ব যাত্রীদের উপর অত্যাচার, লুণ্ঠন ও হত্যাকার্য চালিয়েছিলো। তখন দিল্লীর বাদশাহ বাংলার সুবাদারকে শক্তিশালী নৌবাহিনী গঠনের জন্য জোর নির্দেশ জারী করেন। আরো নির্দেশ দেন দস্যুদের কঠোরভাবে শাস্তি দিতে। বাদশাহের আদেশ অনুসারে সুবা বাংলার রাজধানী ঢাকাতে তখন নৌবাহিনী গঠনের তৎপরতা চলছে। অল্প দিন পরেই আক্রান্ত হবে সাগর বক্ষের সন্দ্বীপ পরগনা।

facebook/@maktabatuttalamij

সুবাদারের সন্দ্বীপ আক্রমণের পূর্বেই দিলওয়ার খাঁ সন্দ্বীপের শাসনভার নিজের হাতে তুলে নেন। তখন বাংলার সুবাদার কাশিম খাঁ। কাশিম খাঁ মগ ও পর্তুগীজদের দমনে অসমর্থ হওয়ায় ঈসায়ী ১৬১৮ সালে দিল্লীর বাদশাহ ইব্রাহিম খাঁকে বাংলার সুবাদার করে পাঠান। ইব্রাহিম খাঁর যুদ্ধ কৌশলে ও বীরত্বে মগ ও পর্তুগীজদের অত্যাচার সাময়িকভাবে বন্ধ হলে তিনি চট্টগ্রামের উপকূলে একটি জলচৌকি বসান। হয়তো এর পরই ইব্রাহিম খাঁ সন্দ্বীপের প্রতি দৃষ্টিদান করতেন। কিন্তু ইব্রাহিম খাঁর সে সুযোগ আর আসেনি। বাদশাহের তৃতীয় পুত্র খুররম (পরে সম্রাট শাহজাহান) পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে উত্তর ভারতে মোঘল বাহিনীর সঙ্গে এক যুদ্ধে পরাজিত হন। খুররম এবার পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য হঠাৎ বাংলা আক্রমণ করেন। সুবাদার ইব্রাহিম খাঁ শাহজাদা খুররমকে প্রতিহত করতে ব্যস্ত থাকায় আর দিলওয়ার খাঁর কার্যকলাপের দিকে দৃষ্টি দিতে পারেন নি। কাজেই সন্দ্বীপের নতুন স্বাধীন রাজা দিলওয়ার খাঁ। জন্মের পূর্বে তাঁর পিতা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তাঁর যশ-খ্যাতি একদিন দিল্লীর দরবার পর্যন্ত পৌঁছবে। ত্রিশ বছর পূর্বের সেই ভবিষ্যদ্বাণী আজ সফল হলো। সন্দ্বীপের সমস্ত ক্ষমতা এখন দিলওয়ার খাঁর হাতে। দিলওয়ার খাঁ হলেন স্বাধীন সন্দ্বীপের প্রতিষ্ঠাতা।

শাসন ব্যবস্থা সুদৃঢ়করণ ও দুর্গ নির্মাণ

সন্দ্বীপের সিংহাসনে আরোহণ করেই দিলওয়ার খাঁ জনসাধারণের মঙ্গল ও কল্যাণের জন্য রাজ্যের আইন প্রণয়ন করেন। তিনি হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে মৈত্রীর বন্ধন দৃঢ় করেন।

দেশকে শত্রুমুক্ত করার পরই দিলওয়ার খাঁ দুর্গ নির্মাণ ও প্রতিরক্ষা বাহিনী গঠন ও সম্প্রসারণের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেন। দিলওয়ার খাঁ জানতেন তাঁর রাজ্য সন্দ্বীপ শত্রু দ্বারা পরিবেষ্টিত। মগ, পর্তুগীজ, মোঘল যে কেউ যে কোন সময়ে সন্দ্বীপের বিরুদ্ধে এগিয়ে আসতে পারে। তাই তিনি ভবিষ্যৎ যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য সন্দ্বীপের পূর্ব দিকে উত্তর দক্ষিণে প্রবাহিত নদীর মুখে একটি সুদৃঢ় দুর্গ নির্মাণ

facebook/@maktabatuttalamij



করেন । এটা ছিলো অতি সুরক্ষিত দুর্গ। সন্দ্বীপের উত্তর দিকেও আর একটি দুর্গ নির্মাণ করেন তিনি। এই দুর্গ এমনি কৌশলে নির্মিত হয়েছিলো যে, সেখান থেকে মাত্র কয়েকজন সৈন্য বন্দুক ও কামানের ব্যবহার করে হাজার হাজার শত্রু সেনাকে প্রতিহত করতে পারতো ।

facebook/@maktabatuttalamij

মোঘলদের পরিকল্পনা দিলওয়ার খাঁর অজানা ছিলো না। মোঘলদের বিরাট আয়োজনের কথা শুনে তিনি বিশেষভাবে চিন্তিত হন। দিলওয়ার খাঁ মোঘল বাহিনীর সঙ্গে একটা আপোসের জন্য নিজ পুত্র শরীফ খানকে ঢাকায় প্রেরণ করেন এবং শায়েস্তা খাঁ তাঁকে সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করলেন। কিন্তু সুবাদার অতি গোপনে ও কৌশলে সন্দ্বীপ আক্রমণের ব্যবস্থা করেন। খোদ রাজধানীতে থেকেও শরীফ খাঁ সন্দ্বীপ আক্রমণের কথা জানতে পারলেন না।

দিলওয়ার খাঁ পুত্র শরীফ খাঁকে ঢাকায় পাঠিয়ে দিয়ে দুর্গ রক্ষার কাজ আগের তুলনায় শিথিল করে দিলেন। কিন্তু ১৬৬৫ ঈসায়ী সালে হঠাৎ আক্রান্ত হলো দিলওয়ার খাঁর দুর্গ। মোঘল সেনাপতি সরদার আবুল হাসান ছোটখাটো একটা যুদ্ধের পর দিলওয়ার খাঁর দুর্গটি দখল করে নিলেন।

আবুল হাসান তখন জয়ের নেশায় বিভোর। তিনি এগিয়ে গেলেন আরো সম্মুখে রাজা দিলওয়ার খাঁর কেল্লাবাড়ির দিকে। আশি বছরের বৃদ্ধ দিলওয়ার খাঁ তখন শত্রুর বিরাট শক্তিকে তোয়াক্কা না করে সন্দ্বীপের স্বাধীনতার জন্য অতি দ্রুত সামান্য প্রস্তুতি নিয়ে আবুল হাসানকে বাধা দেন। বৃদ্ধ বয়সেও দিলওয়ার খাঁ যে বীরত্বের পরিচয় দিলেন তা অতুলনীয়। কিন্তু মোঘল বাহিনী অপেক্ষা দিলওয়ারের সৈন্যসংখ্যা ছিলো অতি অল্প। তীরের আঘাতে আহত হয়েও অসীম সাহসের সঙ্গে দিলওয়ার খাঁ সৈন্য পরিচালনা করতে থাকেন। কিন্তু অধিক সংখ্যক শত্রু সেনার আক্রমণে টিকতে না পেরে তিনি গভীর জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

মোঘল বাহিনী বেশী অগ্রসর না হয়ে দিলওয়ার খাঁর কেল্লাবাড়ি ও সাগর তীরের দুর্গটি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। অবশ্য মোঘল বাহিনী সন্দ্বীপ ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে দিলওয়ার খাঁও বিনা বাধায় দুর্গটি আবার নিজের দখলে আনেন আর অল্পদিনের মধ্যে কেল্লাবাড়ি ও ক্ষতিগ্রস্ত দুর্গটি মেরামতের কাজ শেষ করেন।

দিলওয়ার খাঁর সঙ্গে মোঘলদের শেষ যুদ্ধ

ঢাকায় পিতার পরাজয়ের সংবাদ শুনে শরীফ খাঁ শায়েস্তা খাঁকে অনুরোধ জানান, তাঁকে সন্দ্বীপে পাঠালে তিনি তাঁর পিতা দিলওয়ার খাঁকে ঢাকায় আনিয়ে একটা মীমাংসা করতে পারবেন। সুবাদার শায়েস্তা খাঁ তাঁকে সন্দ্বীপে যেতে অনুমতি দেন।

facebook/@maktabatuttalamij

মোঘলদের সঙ্গে বিরোধ

মগধরায় আরাকান বাহিনীর পরাজয়ের পর মগরা সন্দ্বীপ আক্রমণ করতে আর সাহসী হয়নি। আরাকানরা দূরে থেকে শুধু হুমকিই দিতো ; কিন্তু শক্তি প্রয়োগের কোনো চেষ্টা করেনি। মগদের পরাজয়ের ফলে দিলওয়ার খাঁর বীরত্বের কাহিনী সত্যি সত্যি মোঘল সম্রাটের কানে গেল। দিলওয়ার খাঁ যে একজন শক্তিশালী স্বাধীন রাজা ও বীর, একথা কারো বুঝতে বাকি রইলো না। তিনি পশ্চিমে বরিশাল এবং উত্তরে ফেনী পর্যন্ত এলাকা তাঁর শাসনাধীনে আনেন। ঐ অঞ্চলের অধিবাসীরা সন্দ্বীপের রাজা দিলওয়ার খাঁকে তাদের মুক্তিদাতা হিসেবে শ্রদ্ধা করতে থাকে।

ঈসায়ী ১৬৬৪ সালে আমীরুল ওমরাহ্ নওয়াব শায়েস্তা খাঁ সুবা বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হয়ে ঢাকায় আসেন। মোঘল রাজ-পরিবারে শায়েস্তা খাঁ ছিলেন সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তি। শায়েস্তা খাঁ বেগম নূরজাহানের ভাই উজিরে আযম আসফ খাঁর ছেলে। বাংলায় শায়েস্তা খানের শাসনকালকে 'স্বর্ণযুগ' হিসেবে বলা হয়ে থাকে। তিনি মগ ও পর্তুগীজ দমনের জন্যও ইতিহাসে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন।

দিল্লীর বাদশাহ মগ ও পর্তুগীজদের দমনের জন্য শায়েস্তা খাঁকে বিশেষ ক্ষমতা দান করেন। সুবা বাংলার শাসনভার গ্রহণ করার সাথে সাথে শায়েস্তা খাঁ মগ, পর্তুগীজ ও অন্যান্য জলদস্যুদের ঘাঁটি নষ্ট করে দিতে মনস্থ করেন।

সুবাদার শায়েস্তা খাঁর নির্দেশে বহু যুদ্ধ জাহাজ তৈরি হলো। গঠিত হলো একটি সুসজ্জিত নৌবাহিনী। শায়েস্তা খাঁ জলদস্যুদের দমনের জন্য সন্দ্বীপের মতো গুরুত্বপূর্ণ স্থানটি দখলের কথা ভাবছিলেন। সন্দ্বীপের নৌঘাঁটি থেকে চারদিকে আক্রমণ করা অতি সহজ। অতএব রণকৌশলগত কারণে সন্দ্বীপ অধিকার করা মোঘলদের জন্য অতি প্রয়োজন হয়ে দেখা দিলো।

facebook/@maktabatuttalamij

সন্দ্বীপের স্বাধীন রাজা দিলওয়ার খাঁ



facebook/@maktabatuttalamij

কিন্তু শরীফ খাঁ তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন নি। পিতা দিলওয়ার খাঁর সঙ্গে তিনিও মোঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য তৈরি হন। সুবাদার শায়েস্তা খাঁর নিকট এ সংবাদ পৌঁছালে তিনি পুনঃ আবুল হাসানের নেতৃত্বে ১৫০ খানা যুদ্ধ জাহাজসহ ১,৫০০ জন বন্দুকধারী সৈন্য ও অশ্ব বহনের জন্য কয়েকখানি নৌকা সন্দ্বীপে দিলওয়ার খাঁকে দমন করতে পাঠান। আবুল হাসান-এর সৈন্য সংখ্যা পাঁচ হাজার ছাড়িয়ে যায়। মোঘল বাহিনী পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণের পর সন্দ্বীপের দিকে অগ্রসর হতে থাকে।

সন্দ্বীপের রাজা দিলওয়ার খাঁ স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এগিয়ে এলেন। যদিও তিনি বয়সের ভারে বৃদ্ধ তবু দেহে যেন যুবকের শক্তি, মনোবলে তিনি বলীয়ান। মোঘলদের সাথে সন্ধির কথা তিনি ভাবেন নি। গত যুদ্ধের পরাজয় ও অপমান বীর দিলওয়ার খাঁকে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করে। দিলওয়ার খাঁর বীর পুত্র শরীফ খাঁও আসন্ন যুদ্ধের জন্য পিতার সাথে অপেক্ষা করতে থাকেন। পিতা-পুত্রের সাথে হাজার হাজার সন্দ্বীপবাসীও অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে মোঘলদের মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত হয়।



facebook/@maktabatuttalami

রাজা দিলওয়ার খাঁর চরিত্র ও কৃতিত্ব

কুখ্যাত মগ ও পর্তুগীজ জলদস্যুদের লুটতরাজ ও অত্যাচারে যখন মোঘল সুবাদার ব্যতিব্যস্ত তখন সামান্য একজন রাখাল বালক হয়ে দিলওয়ার খাঁ তাঁর জন্মভূমি সন্দ্বীপকে দস্যুদের অত্যাচার-অনাচার থেকে রক্ষা করেছিলেন। তিনি ছিলেন অসীম সাহসী বীর-যোদ্ধা। তাঁর আশি বছরের কর্মবহুল জীবন ও ৫০ বছরের সফল রাজ্য পরিচালনা তাঁকে অক্ষয় খ্যাতির আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ দিলওয়ার খাঁকে বারভূঁইয়াদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শাসক বলে মনে করেন।

রাজা দিলওয়ার খাঁ হিন্দু ও মুসলমানদের বিচার ও অধিকারের বেলায় সমান জ্ঞান করতেন। তিনি বিচক্ষণ, প্রতিভাশালী, ন্যায়বান ও প্রজাসাধারণের একান্ত বন্ধু ছিলেন। জনসাধারণ তাঁকে এমনি ভালোবাসত যে, মোঘল বাহিনীর হাতে আত্মসর্মপণের সময়ে অনেকে স্বেচ্ছায় দিলওয়ার খাঁর সঙ্গে বন্দীত্ব বরণ করে। জানা যায়, তাঁর রাখাল বন্ধুরা কোন সময় তাঁকে ত্যাগ করে নি। দিলওয়ার খাঁ ও তাঁর বিধবা মা যে আশ্রয়দাতার কাছে থাকতেন, রাজা হওয়ার পর পায়ে হেঁটে তিনি তাঁর মৃত আশ্রয়দাতার কবর যিয়ারত করতেন।

শাসন সংক্রান্ত ও অন্যান্য ব্যাপারে দিলওয়ার খাঁ মোঘল শাসন ব্যবস্থা অনুসরণ করেন। তিনি হিন্দু মুসলমানদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অকাতরে অর্থ সাহায্য করতেন। ব্যক্তি জীবনে ইসলাম ধর্মের অনুশাসনগুলো কঠোরভাবে মেনে চলতেন। তাঁর শাসনকালে সন্দ্বীপবাসী সুখ ও শান্তিতে বসবাস করতো।

facebook/@maktabatuttalamij

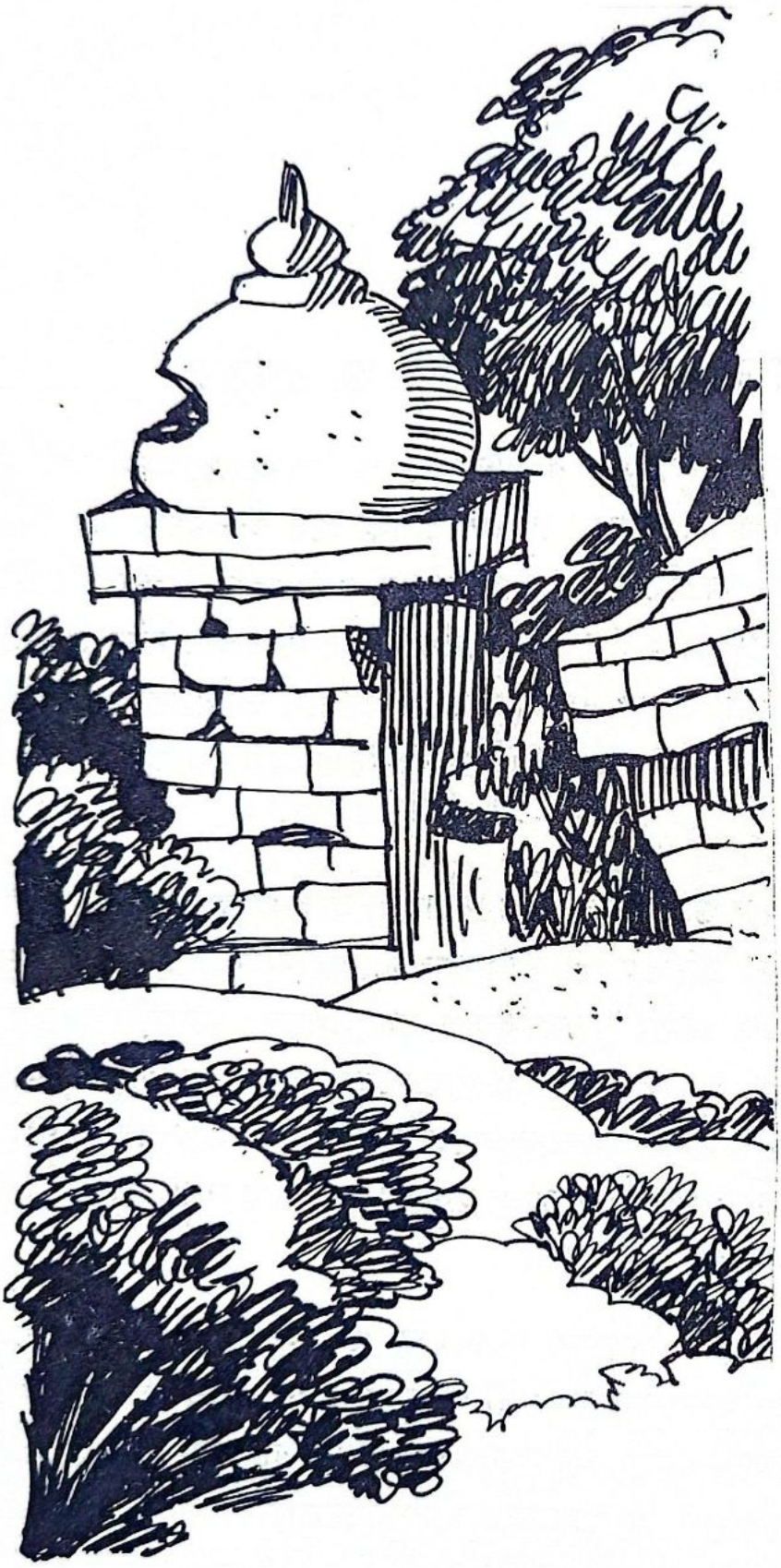
মোঘল বাহিনী সন্দ্বীপে অবতরণ করার সঙ্গে সঙ্গে দু'দলের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হয়। প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছে ঃ জয়-পরাজয় যখন অনিশ্চিত, মোঘলদের কামানের গোলায় যুদ্ধের পরিচালক শরীফ খাঁ আহত হয়ে মোঘলদের হাতে বন্দী হন। পুত্রের বন্দী হওয়ার সংবাদে বীর দিলওয়ার খাঁ একটুও ভেঙ্গে পড়েন নি। বীর বিক্রমে তিনি মোঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকেন। দিলওয়ার খাঁর পরিচালনায় সন্দ্বীপের সেনাবাহিনীর যুদ্ধ কৌশল দেখে মোঘল সেনাপতি বিস্মিত হয়েছিলেন। কিন্তু বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেও দিলওয়ার খাঁর সেনাবাহিনী বিশাল মোঘল বাহিনীর নিকট পরাজিত হয়। দিলওয়ার খাঁ পূর্বের ন্যায় এবারও গভীর জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু বিজয়ী আবুল হাসানের মোঘল বাহিনী পিছু ধাওয়া করলে দিলওয়ার খাঁ কজন বিশ্বস্ত অনুচরসহ মোঘল বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করেন।

বিজয়ী মোঘল সেনাপতি আবুল হাসান দুর্গের যাবতীয় ধন-সম্পদ ও অস্ত্রশস্ত্র লুট করে দিলওয়ার খাঁ ও শরীফ খাঁকে বন্দী করে ঢাকায় সুবাদারের নিকট পাঠিয়ে দেন। সে যুগে ব্যক্তি বিশেষের জয় কিংবা পরাজয়ের উপর গোটা দেশ কিংবা গোটা জাতির ভাগ্য নির্ভর করতো। সন্দ্বীপেও হলো তাই। বীর দিলওয়ার খাঁর পরাজয়ের পর মোঘল শক্তিকে বাধা দেওয়ার মত আর কেউ রইলো না।

ঢাকার লালবাগ কেল্লায় বন্দী অবস্থায় থাকার কয়েক দিন পর সন্দ্বীপের স্বাধীন রাজা বীর দিলওয়ার খাঁ মৃত্যুবরণ করেন। দিলওয়ার খাঁর পুত্র শরীফ খাঁকেও সুবাদার আজীবন বন্দী অবস্থায় রাখেন এবং দিলওয়ারের অন্যান্য পুত্র ও পোষ্যদিগকে ঢাকার কাছে কয়েকটি গ্রাম ছেড়ে দেন বসবাসের জন্য। এভাবে সন্দ্বীপের স্বাধীন রাজা বীর দিলওয়ার খাঁর রাজত্বের পরিসমাপ্তি ঘটে। আর সন্দ্বীপ বাঁধা পড়ে পরাধীনতার শিকলে।



facebook/@maktabatuttalamij



প্রজাসাধারণের মঙ্গলের জন্য দিলওয়ার খাঁ অনেক কল্যাণমূলক কাজ করেছিলেন। তাঁর নির্মিত কেল্লাবাড়ি ও দুর্গ আজ আর নেই, সেগুলি চিরতরে সাগরের গর্ভে হারিয়ে গেছে। একদিন ঐ দুর্গগুলো বিশাল মোঘল বাহিনী, মগ ও পর্তুগীজ দস্যুদের অত্যাচার থেকে সন্দ্বীপকে রক্ষা করেছিলো। এখানে আছে শুধু 'মগধরা' ইউনিয়নের পাশ দিয়ে চলে যাওয়া বীর রাজা দিলওয়ার খাঁর পুণ্য স্মৃতি হিসেবে দিলওয়ার খাঁ রোড। কালের সাক্ষী হিসেবে টিকে আছে শুধু এই কীর্তিটুকু।

facebook/@maktabatuttalamij



ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

ISBN 984-06-0040-x

facebook/@maktabatuttalamij